নাগরিক সম্মেলন

জাতীয় উন্নয়নে অঙ্গীকার

শিক্ষা, মানসম্মত কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা

প্রথম অধিবেশন - জেন্ডার সমতা

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

সৈয়দ ইউসুফ সাদাত

রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

শনিবার, ১৩ আগস্ট ২০২২, ঢাকা

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

Centre for Policy Dialogue (CPD)

UNDEF The United Nations Democracy Fund

সূচনা

- বাংলাদেশে প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো প্রথাগতভাবে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। এ নির্বাচনী ইশতেহার রাষ্ট্র পরিচালনায় একটি রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, নিজ দলের আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঘোষণা ও ভোটারদের তথা জনগণের প্রতি তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের একটি প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
- ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহ যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটিকে দল ও ভোটারদের মাঝে একটি লিখিত চুক্তি বলে ধরে নেওয়া যায়।
- এই চুক্তির ভিত্তিতে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের অগ্রগতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাবদিহি চাওয়া এবং মেয়াদ শেষে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি কতটুকু কার্যকর হলো এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়।
- ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শিরোনামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ প্রকাশ করে।
  - এর মধ্যে ছিল ২০২১ সালের আগেই মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া
  - ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন
  - ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ
  - 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া
  - এছাড়াও এই ইশতেহারে ৩৩ টি খাতে জোর দেওয়া হয়। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে গত তিন বছর ধরে এই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

কার্যক্রম

এই কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন পূর্ব ও পরবর্তী ইশতেহার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসম্পৃক্ততা যাচাই করা। সিপিডি গত দুই বছরে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করেছে

- তিনটি বিশেষজ্ঞ আলোচনা
- সারা বাংলাদেশেরর ১৫ টি জেলায় লক্ষ্যনির্দিষ্ট ৯০টি মুক্ত আলোচনা
- চট্টগ্রাম, রংপুর, বরিশাল, খুলনা এবং রাজশাহী বিভাগে আঞ্চলিক সংলাপ
- তিনটি বিষয়ে নীতি সংক্ষেপ এবং একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা
- মাননীয় সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনা
- নাগরিক সম্মেলন

মুক্ত আলোচনার উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি

৩০টি মুক্ত আলোচনা

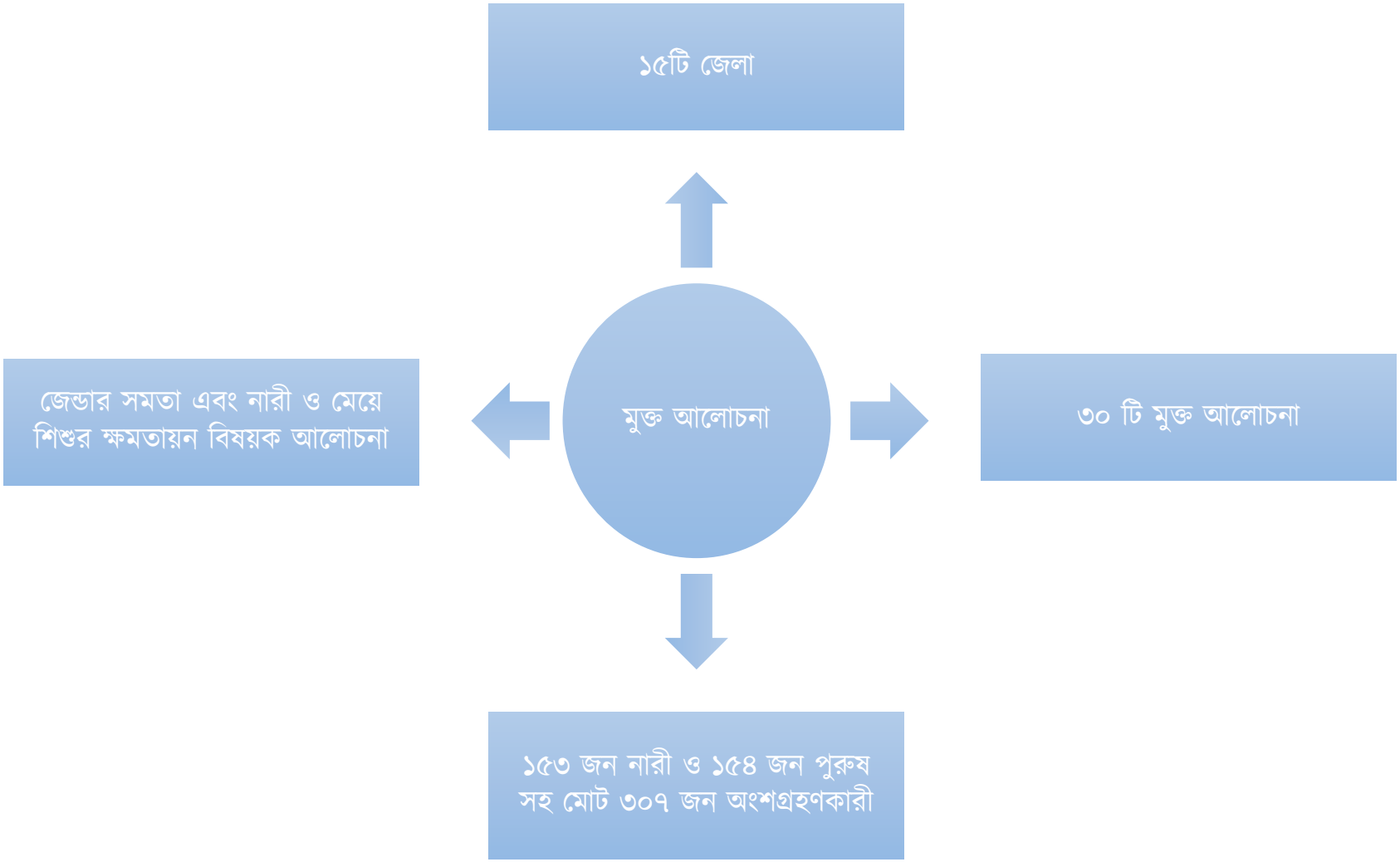
১৫টি জেলা
জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনা
মুক্ত আলোচনা
৩০ টি মুক্ত আলোচনা
১৫৩ জন নারী ও ১৫৪ জন পুরুষ সহ মোট ৩০৭ জন অংশগ্রহণকারী

যে সকল অঞ্চলে মুক্ত আলোচনা হয়েছে

জেলা	উপজেলা
রাঙামাটি	কাপ্তাই
নোয়াখালি	বেগমগঞ্জ
কুমিল্লা	বুড়িচং
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল
নাটোর	সিঙড়া
রাজশাহী	গোদাগাড়ী
পঞ্চগড়	বোদা
রংপুর	মিঠাপুকুর
গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী
ভোলা	দৌলতখান
বরগুনা	বেতাগি
পিরোজপুর	ইন্দুরকানি
বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ
সাতক্ষীরা	তালা
কুষ্টিয়া	মিরপুর

মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি
- সরকারি কর্মকর্তা
- এনজিও প্রতিনিধি
- শিক্ষক
- বেসরকারি চাকরিজীবী
- ধর্মীয় নেতা
- দিনমজুর
- যুব প্রতিনিধি
- ব্যবসায়ী

জেন্ডার সমতা

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এর "নারীর ক্ষমতায়ন" শীর্ষক ৩.১২ ধারায় বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পাঁচটি অঙ্গীকার উল্লেখ করেছে

- ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারীপুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে।
- নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সব ক্ষেত্রে নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা।

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১। ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ শিক্ষায় নারীপুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে অধিকসংখ্যক নারী নিয়োগের নীতি আরও জোরালোভাবে অনুসরণ করা।	৫.১	বাস্তবায়িত হতে বাকি	• ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬২ শতাংশ ছাত্র এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭১ শতাংশ শিক্ষার্থী ছাত্র। ডিগ্রিতে ছাত্রীর হার ৪৩.৮০ শতাংশ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ৩৭.৭৭ শতাংশ (সূত্রঃ ব্যানবেইস, ২০২০)।
২। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা, সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।	৫.ক	বাস্তবায়িত হচ্ছে	• বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই উন্নয়ন নীতি বিভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানত ছাড়া সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ • দেশের ৬৪ জেলার ৪৯০ উপজেলায় প্রায় এক কোটি সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথ্যপ্রযুক্তি সেবার আওতায় আনা হচ্ছে। নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের সুবিধার্থে ৬৪টি জেলার ৪৮৮টি উপজেলায় জনপ্রতি ৫০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা • অপারেটিং বাজেটের অর্থায়নে ২৫ টি প্রোগ্রামের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান • ‘তথ্য আপা’ নামে একটি মোবাইল এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৭০ লাখ প্রান্তিক নারী এই প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে • ২০২১ সালে এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ২০৯৩.৯২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে • প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ডেস্ক স্থাপন • বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০% শিল্প প্লট এবং ১০% ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিল

প্রতিশ্রুতি	এসডিজিতে প্রতিফলন	বাস্তবায়নের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
৩। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ আরও জোরালোভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে।	৫.গ	বাস্তবায়িত হচ্ছে	• মহিলা উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে যেখানে ২৮,০০০ মহিলা উদ্যোক্তাকে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
৪। নারী-পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা, গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সব ক্ষেত্রে নারীর কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।	৫.৫	বাস্তবায়িত হতে বাকি	• গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স, ২০২২ অনুযায়ী, নারীদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় পুরুষদের প্রাক্কলিত সর্বনিম্ন আয় থেকে প্রায় ৪১ শতাংশ কম। সেই সাথে কারিগরি কর্মীদের মাঝে নারীর সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশেরও কম। • উৎপাদনশীল সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করার জন্য মহিলাদের ক্ষমতার বিকাশ করার লক্ষ্যে ‘স্বপ্ন’ নামের একটি প্রকল্প সরকার ২০২১ সালে শেষ করেছে যা ২০১৫ সালে অনুমোদন পায়। এতে অতি-দরিদ্র পরিবার প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।
৫। সরকারি প্রতিষ্ঠানে উন্নত মানের দিবা যত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করা।	৫.গ	বাস্তবায়নের গতি মন্থর	• বাংলাদেশের ৭৭ শতাংশ কর্মস্থলে এখনো নারী কর্মীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র নেই। তবে, সরকারি উদ্যোগে ২০ টি দিবা যত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে (সূত্রঃ আইএফসি, ২০১৯)। • কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৫০ টি শিশু যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ৩৭১ টি শিশু কক্ষ স্থাপন করেছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২২)।

মুক্ত আলোচনা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি ও সুপারিশ

মুক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি

- আলোচনায় বেশিরভাগ মানুষ উল্লেখ করেছেন, তারা নিজ চাহিদা বা দাবি সরাসরি বা লিখিত আকারে প্রার্থীদের কাছে উপস্থাপন করতে পারেননি। তাদের অত্যন্ত সীমিত আকারে এসব সমস্যা উপস্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলেও চূড়ান্ত ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হয়নি।
- অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ইশতেহারে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। অনেকক্ষেত্রেই ইশতেহার বলতে তারা জনপ্রতিনিধিদের মৌখিক অঙ্গীকারকেই বুঝে থাকেন।
- অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই অংশগ্রহণকারীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।
- জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা ততটা অবগত নয়। স্থানীয়ভাবে নারী বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন পদক্ষেপের বিষয়ে তাদের কাছে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে।
- প্রশাসনিক জটিলতার কারণে গ্রামীন জনগন অনেকসময় সরকারি বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারে না।
- অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই অংশগ্রহণকারীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

আঞ্চলিক সংলাপ থেকে উত্থাপিত সুপারিশ

- যুব, নারী ও প্রান্তিক মানুষের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা
- কর্মজীবী নারীদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, হাইকোর্ট, বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রয়োজন।
- গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নে এবং তাদের অধিকার পেতে আরও সোচ্চার হতে হবে।
- নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই নির্বাচনী ইশতেহারে তা প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি রাজনৈতিক দলে জেলাভিত্তিক মহিলা আসনের প্রয়োজন রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গকে অবহেলা করা উচিত নয় এবং আবাসন প্রকল্পে স্থানীয় ভিক্ষুকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নারীদের উপর হামলাকারীদের জনসমক্ষে শাস্তি দিতে হবে এবং তাদের ছবিসহ তালিকা শহরের এলাকায় টাঙাতে হবে।
- রাজনীতিতে নারীদেরকে রাজনীতিতে পুরুষদের মতোই সম্মানের সাথে দেখা উচিত, বিশেষ করে তৃণমূলে।
- জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরনে থার্ড জেন্ডার বা হিজড়াদের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয়ভাবে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।

মুক্ত আলোচনায় উত্থাপিত সুপারিশ

- নারীদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ ঋণের ব্যাবস্থা করতে হবে। ঋণ সংক্রান্ত সকল জটিলতা দূর করতে হবে।
- সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার এবং কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে।
- সরকারি চাকরি এবং কিছু বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক খাতে এখনো মজুরি বৈষম্য আছে। দিনমজুর, কৃষি শ্রমিক ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী ও পুরুষের মজুরিতে এখনো বড় ধরনের বৈষম্য আছে। একজন পুরুষ কর্মী যেখানে পাচ্ছেন ৪০০-৪৫০ টাকা, একজন নারী কর্মী সেখানে পাচ্ছেন মাত্র ২০০-২৫০ টাকা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়ন ও চাকরির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন, গাড়ি চালানো, আইসিটি, ইত্যাদিসহ আরও নানা ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- কিছু বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহনের মাধ্যমে শিশু ও বাল্যবিবাহ রোধ, মাদকের বিস্তার রোধ ও ইভটিজিং রোধ নিশ্চিত করা উচিত।
- নারীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও উন্নয়ন এবং সব ধরনের অধিকার সম্পর্কে নারীদের অবগত করতে ও অধিকারের প্রয়োগ বাড়াতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।
- নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। সেই অনুদান যেন সঠিকভাবে বণ্টন করা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ লক্ষ্যে সরকার কমিটি গঠন করে দিতে পারে।
- নারীর কাজের প্রতি আগ্রহ ও সুযোগ বাড়াতে শহর এবং গ্রামে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

ধন্যবাদ